দৈনিক বাংলা

113

তারিখ ... ... 12/2/80 ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম ... 1 ...

দৈনিক বাংলা
ঢাকা ঃ মঙ্গলবার, ২৮শে মাঘ, ১৩৮৬ ঃ ১২ই নবেম্বর, ১৯৮০

শিক্ষক ধর্মঘট প্রত্যাহারের পর

সরকারী কলেজ শিক্ষকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে কাজে যোগদানের অনুরোধ জানান হয়েছে। দেশের একটি বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকের মনে স্বস্তি ফিরে আসবে এ ধর্মঘট প্রত্যাহার হওয়ায়।

মূলত বেতনের হার নিয়ে ধর্মঘটে নেমেছিলেন সরকারী কলেজের শিক্ষকেরা। গড়িয়ে গড়িয়ে ধর্মঘট চলেছে দু'মাসের উপর। আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ে। কোন সুরাহা হয়নি। গত ক'দিন আগে জানা গিয়েছিল একটি সমঝোতার আশা দেখা দিয়েছে। এবং আলোচনার প্রেক্ষিতেই ধর্মঘটীরা স্থগিত রেখেছিলেন মিছিল এবং অনশনের সিদ্ধান্ত। মনে হয় যে আলোচনায় পরিণতি হিসাবেই ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছে।

তবে আমরা মনে করি এ ধর্মঘটের ফলে উদ্ভূত কতকগুলি প্রাসঙ্গিক ঘটনার দিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নজর দেবেন। সংশ্লিষ্ট সকল মহলই জানেন যে দীর্ঘদিন ধর্মঘটের ফলে বিভিন্ন কলেজে সিলেবাস শেষ হয়নি। এর মধ্যে চলে গেছে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের টেস্ট পরীক্ষা। চলে গেছে বোর্ডের পরীক্ষার ফরম পূরণের শেষ তারিখ। বে-সরকারী কলেজগুলিতে টেস্ট পরীক্ষা হয়েছে। ফর্ম পূরণ হয়েছে। মাত্র সম্প্রতিকালে সরকারী তত্ত্বাবধানে আনীত কতিপয় সরকারী কলেজেও টেস্ট পরীক্ষা এবং ফর্ম পূরণ হয়েছে। অথচ সঙ্গত কারণেই অধিকাংশ সরকারী কলেজে টেস্ট পরীক্ষা হয়নি, ফর্ম পূরণ হয়নি। তাই ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ হতে পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে দেবার দাবী উঠেছে।

পত্রিকার খবরে জানা গেছে, ধর্মঘটী শিক্ষকেরা গ্রীষ্মের ছুটি নেবেন না। কিন্তু এতে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের সমস্যার কোন একটা হেরফের হবে না। কারণ এর আগে তাদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সুতরাং আমরা আশা করব এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের সমস্যা নিয়েও কর্তৃপক্ষ একটি সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা যেন কোন প্রকারে অসুবিধার সম্মুখীন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

এছাড়া আছে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলির সমস্যা। এই কলেজগুলিতে অনার্স এবং এম এ পড়ান হয়। এবং এদের পরীক্ষার সঙ্গে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার সম্পর্ক আছে। তাই এদের পরীক্ষা এবং পরীক্ষার তারিখ সম্পর্কেও কিছু করণীয় আছে বলে আমরা মনে করি। এরপর আসবে পাস কোর্সের ডিগ্রী পরীক্ষার সমস্যা। কোন সমস্যাই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই।

তাই আমরা মনে করি, সংশ্লিষ্ট মহল প্রতিটি সমস্যাকে পৃথক পৃথক-ভাবে পুংখানুপুংখভাবে বিবেচনা করে সকল মহলের কাছে গ্রহণ-যোগ্য একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন। আমরা দেখতে চাই না যে এই ধর্মঘটের অজুহাত তুলে আবার শিক্ষাঙ্গনে পরীক্ষার তারিখ, ফর্ম পূরণ বা অন্য কোন প্রশ্নে সমস্যা সৃষ্টি না হোক।